চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, পরিবর্তন ঘটানো।

পুর্নজন্মের দর্শন এবং কর্মবাদ (Philosophy of Rebirth and the Law of Karma):

শ্রীঅরবিন্দ ভারতীয় দর্শনের 'পুর্নজন্ম এবং কর্মবাদ' এর পুরাতন মতবাদটি নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেননি, এক্ষেত্রে তিনি মৌলিক ধারণার পরিচয় দিয়েছেন। যদিও কিছু অংশে তাঁর 'পুর্নজন্ম ও কর্মবাদ' তত্ত্বটি প্রথাগত ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে মিল আছে, তবু নানা দিকে শ্রীঅরবিন্দ এ বিষয়ে তাঁর মৌলিক অর্ন্তদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন।

তাঁর মতে পুর্নজন্ম হল বিবর্তনের সাধারণ পদ্ধতির একটি দিক এবং আরোহণের একটি সোপান। তিনি মনে করেন, আমরা বিবর্তনের পথে মনের স্তরে এসে পৌঁছেছি, এবং অপেক্ষা করছি পরবর্তী পদক্ষেপ অতিমানসের স্তরে উত্তরণের জন্য। বিবর্তন তত্ত্ব জড় থেকে প্রাণের মধ্যে দিয়ে মানুষের স্তরে এসে পৌঁছেছে। স্বাভাবিকভাবেই 'জন্ম'কে বলা যায় একটি 'যান' বিশেষ অথবা পথ, যার দ্বারা বিবর্তন পদ্ধতির অগ্রগমন ঘটে।

পুর্নজন্মের প্রচলিত বিশ্বাসে নানা সমস্যা আছে। পুনর্জন্ম সাধনের কার্যপ্রণালীটি কেমন? মৃত্যুর পরই কি আত্মা মৃতদেহ ত্যাগ করে অন্য দেহে অবিলম্বে প্রবেশ করে? অথবা অপেক্ষা করে কোথাও কোন আকারে নতুন দেহ ধারণ করার পূর্বে? ধর্মীয় চিন্তার ইতিহাসে এই দুই প্রশ্নেরই উত্তর আমরা পাই। একদিকে, কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে, মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই জীব অন্য দেহে আশ্রয় নেয়। অন্যদিকে, পুরাতন ধর্মীয় বিশ্বাস হল, মৃত্যুর পর জীব তার মর্ত্য জীবনের পাপপুণ্য কাজের জন্য নরক বা স্বর্গে যায়, সেখানে আত্মা নিজের কাজের ফললাভ করে। যখন আত্মার পূর্ব জন্মের কাজের ফললাভ সম্পূর্ণ হয়, তখনই আবার দেহ ধারণ করে এই জগতে আসে।

শ্রীঅরবিন্দ বিস্তারিতভাবে এই সমস্যার ব্যাখ্যা করেছেন এবং এখানেই প্রথাসিদ্ধ ভারতীয় দর্শনের ব্যাখ্যার সঙ্গে তাঁর ব্যাখ্যার মৌলিক পার্থক্য দেখা দিয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের মতে, জীবাত্মার পুর্নজন্ম হয় না, পুনর্জন্ম হয় প্রকৃতির মধ্যে তার প্রতিভূ চৈত্যপুরুষের। প্রথম অবস্থায় এটি অপুষ্ট থাকে ক্রমশঃ জন্ম-জন্মান্তরের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে এটি পুষ্টি লাভ করে এবং পুনর্জন্ম অতিক্রম করে স্বধামে অর্থাৎ নিজের উৎসে ফিরে আসে। এই দিব্য পরিণতি লাভই পুর্নজন্মের কারণ। প্রতি জন্মে চৈত্যপুরুষ জীবনের অভিজ্ঞতার জন্য যা আবশ্যকতা গ্রহণ করে এবং অনাবশ্যক সব কিছু বর্জন করে নূতন দেহ গ্রহণ ও নূতন পার্থিব জীবনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে। এই সঞ্চয়, বর্জন ও প্রস্তুতির জন্য দুই জন্মের মধ্যে বিরতির প্রয়োজন।

এছাড়াও জগতের বিভিন্ন সব লোক পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্টভাবে জড়িত থাকায়, উচ্চলোক সমূহ মানবের প্রাণ ও মনকে উর্ধে আকর্ষণ করে। এটাও বিরতি ও লোকান্তর গমনের অন্য এক কারণ। তবে যদি চৈত্যপুরুষ খুবই অপুষ্ট অবস্থায় থাকে, তাহলে এই আকর্ষণ কার্যকরী হবে না।

তখন দুই জন্মের মধ্যে কোন বিরামের প্রয়োজন থাকবে না। মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই পুনর্জন্ম হতে পারে।

মধ্যবর্তী অবস্থায় অন্য লোকে থাকতে হলে চৈত্যপুরুষের এত উন্নত হওয়া প্রয়োজন যাতে সে মর্ত্যশরীরের ও মর্ত্যজীবনের আকর্ষণ কাটিয়ে সূক্ষ্মকোষেই আশ্রয় নিতে পারে, কারণ সূক্ষ্মশরীরকে আশ্রয় করেই চৈত্য- পুরুষ মন ও প্রাণ নিয়ে অগ্রগতির পথে চলে। উচ্চলোকের উপযোগী হবার জন্য সূক্ষ্মশরীরেরও যথেষ্ট পুষ্ট হওয়া প্রয়োজন। মানুষের প্রাণ ও মনের গঠনেও যথেষ্ট পুষ্ট দৃঢ়তা ও শক্তি আসা দরকার যাতে এরা স্থূলশরীরের আসক্তি কাটিয়ে উর্দ্ধে যেতে পারে।

এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে আরো একটি প্রশ্ন আসতে পারে। পুনর্জন্ম যদি যুক্ত থাকে 'একক ব্যক্তি'র সঙ্গে, তবে তা কিভাবে জাগতিক উদ্দেশ্যকে সফল করবে? কিভাবে একজন একক ব্যক্তির পুনর্জন্মে প্রাপ্ত উন্নততর দেহ প্রয়োজনীয় সাহায্য দেয় আরোহণের সার্বিক পদ্ধতিকে? এককথায় জগতের সার্বিক বিবর্তনের সঙ্গে ব্যক্তির জন্মান্তর জনিত বিবর্তন কিভাবে যুক্ত? উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, বিবর্তন হয় যেমন জাগতিক, সেইরকম একক ব্যক্তিগত। আত্মা কেবল মানবতায় উত্তীর্ণ হয়েই তার কার্যক্রম সম্পূর্ণ করে না। মানবতার পরও তার উচ্চ সম্ভাবনাকে বিকশিত করার জন্য কাজ করে যেতে হয়। তাই যদি বিবর্তনকে মানবিক স্তরের উর্দ্ধে উঠতে হয়, তবে তাকে সার্বিক এবং ব্যক্তিগত উভয় দিক থেকেই কাজ করতে হবে। বস্তুতঃ সার্বিক অথবা জাগতিক বিবর্তনের কোন গুরুত্বই নেই যদি না তা সংঘবদ্ধ হয় একক ব্যক্তিগত বিবর্তন পদ্ধতির সঙ্গে।

পুনর্জন্মের সঙ্গে কর্মের সম্পর্ক নিয়ে বৌদ্ধ ও অন্যান্য ভারতীয় দর্শনে ও ধর্ম বিশ্বাসে যে প্রচলিত ধারণা রয়েছে তার সঙ্গেও শ্রীঅরবিন্দের অভিমতের কোন মিল নেই। প্রচলিত ধারণায় বলা হয়, কামনা ও অজ্ঞানের জন্য জীবের জন্ম ও পুনর্জন্ম। যতদিন তার কামনা ও অজ্ঞান দূর না হবে ততদিন তার জন্মান্তর গ্রহণ চলবে। কামনা বর্জিত হয়ে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করলেই মানুষ পুনর্জন্মের চক্র হতে মুক্তি পাবে। মৃত্যুর পর জীব তার কৃত পাপ-পুন্য কর্মের জন্য স্বর্গ বা নরকে যায় এবং সেখান থেকে পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। এই নূতন জন্ম কেমন হবে, সেটা নির্ভর করে পূর্নজন্মের কর্মের উপর। সুকর্মের জন্য সুখ ও সৌভাগ্য এবং কুকর্মের জন্য দুঃখ ও মন্দভাগ্য নির্দিষ্ট থাকে পরবর্তী জন্মে। এই কর্ম-বিধি যেন গণিতের হিসাব অনুযায়ী বিচার।

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন, কর্ম এক বাহ্য প্রণালীমাত্র। পুরুষ কর্মের দাস নয়, কর্ম-পুরুষের অভীষ্ট সাধনের উপায় মাত্র। নিজের পূর্ণ বিকাশ সাধনই জন্ম জন্মান্তর গ্রহণের উদ্দেশ্য। সেজন্য পুরুষ নিজেই স্থির করবে কিরকম জন্ম ও কর্ম সেই উদ্দেশ্য পূরণের সহায় হবে। সুতরাং পৃথিবীর কর্ম লোকান্তরেই শেষ হয়ে যায়। পুনর্জন্ম, কর্ম, লোকান্তর গমন ও পৃথিবীতে আবার ফিরে আসা—এ সবই হয় চৈত্য পুরুষের স্ব-ইচ্ছায়।

কর্মের পেছনে থাকে নানারকম শক্তির ক্রিয়া - মনের ক্রিয়া প্রাণের ক্রিয়া, কামনা, আবেগ, চরিত্র, ইন্দ্রিয়ের কাজ, সত্য জ্ঞান ও সৌন্দর্যের অনুরাগ, ন্যায়-অন্যায়বোধ এবং ক্ষমতা, ভালবাসা, সুখ, সৌভাগ্য, স্বাস্থ্য ইত্যাদি লাভের প্রয়াস। কর্মের বিচার করতে হলে এ সবেরই হিসাব নিতে হয়। একমাত্র সুনীতিই কর্মের মাপকাঠি নয়।

প্রকৃতির কাজ মানুষকে পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়া নয় - স্বাভাবিকভাবেই এই কাজ চলে।

আবার আমাদের জীবন যে আমাদের শক্তি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় এমনও নয়। অন্যদের শক্তি ও জাগতিক শক্তিরও প্রভাব থাকে। শুধু নৈতিক বিধি ও পাপ-পুণ্য বিচারের দ্বারা প্রকৃতির কাজের পরিমাপ হয় না। বিচিত্র অভিজ্ঞতার দ্বারা সমৃদ্ধ হবার জন্যই পুরুষ জন্মগ্রহণ করে। সুখ, দুঃখ, সৌভাগ্য, দুর্ভাগ্য এসব তার সমৃদ্ধি লাভের উপায় মাত্র। জাগতিক সুখ, সাফল্য লাভ জীবনের উদ্দেশ্য নয়। পুরুষের অভিজ্ঞতা ও সমৃদ্ধিই পুনর্জন্মের কারণ। জগৎ বিচারালয় নয় বা ভগবান বিচারক নয়। সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণের জন্য অর্থাৎ বিশ্বে পুরুষের আত্মপ্রকাশের জন্য কি আবশ্যক সেই অনুযায়ী সর্বজ্ঞ ভগবান বিবর্তনের প্রতি সোপান স্থির করছেন। পুনর্জন্ম এইরূপ একটি সোপান মাত্র।

আর একটি প্রচলিত ধারণারও বিরোধিতা করেছেন শ্রীঅরবিন্দ। তাহল, প্রচলিত ধারণায় মনে করা হয় পুরুষ একই ব্যক্তি থেকে যায় জন্মান্তরেও। এ জন্মের রাম পরজন্মেও রাম থাকবে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন, এমন হলে পুনর্জন্মের কোন প্রয়োজনই থাকে না। জন্ম জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে পুরুষের সমৃদ্ধি লাভই মূল কথা। সেজন্য ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন অপরিহার্য। প্রতি জন্মেই পুরুষ নূতন ব্যক্তিত্ব গঠন করে। এ জন্মের দেহপাতের পর মানুষের প্রাণ ও মনের গঠন কিছু সময় থাকবার পর বিলীন হয়। তবে অভিজ্ঞতার সারাংশ ভবিষ্যতের জন্য থেকে যায়। অতীত ব্যক্তিত্বের সারাংশ অধিচেতনার মধ্যে নিহিত থাকে। এইভাবে নূতন নূতন ব্যক্তিত্বের সারাংশ নিয়ে চৈত্য পুরুষ সমৃদ্ধ হয়ে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়।

অবিদ্যার উৎস ও প্রকৃতি (Ignorance, its origin and Nature):

অবিদ্যার আলোচনার মধ্যেই শ্রীঅরবিন্দের মানুষ, সৃষ্টি এবং বিবর্তন সম্পর্কে দার্শনিক